2431 - আমরা কভিাবে আমাদরে অন্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ভালোবাসা বাড়াতে পারি?

প্রশ্ন

কভিাবে একজন মুসলমি তার অন্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ভালোবাসা দুনয়িার অন্য সবকছিু থকেে বশেি বাড়াতে পার?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার তীব্রতা ব্যক্তরি ঈমানরে ওপর নর্িভর কর। ব্যক্তরি ঈমান বৃদ্ধি পলেে তাঁর প্রতি ভালোবাসাও বড়েে যায়। কারণ তাঁর প্রতি ভালোবাসা হচ্ছ- নকেকাজ ও আল্লাহ্র নকৈট্য। ইসলামী শরয়িতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা ফরয।

আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, “তোমাদরে কউে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পতিা, সন্তান ও সমস্ত মানুষরে চয়েে বশেি প্রয়ি হই।”[সহহি বুখারী (১৫) ও সহহি মুসলমি (৪৪)]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ভালোবাসা নম্নিোক্ত বষিয়গুলো জানার মাধ্যমে অর্জতি হতে পার:

এক: তনিি আল্লাহ্র পক্ষ থকেে প্ররেতি। সমস্ত মানুষরে কাছে আল্লাহ্র দ্বীন বা ধর্ম পৌঁছে দয়োর জন্য বশি্ববাসীর মধ্য থকেে আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করছেনে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ভালোবাসনে বধিায় ও তাঁর প্রতি রাজি থাকায় তাঁকে নর্িবাচতি করছেনে। যদি আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট না হতনে তাহলে তাঁকে মনোনীত করতনে না। আমাদরে কর্তব্য হচ্ছ, আল্লাহ্ যাকে ভালোবাসনে তাঁকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং জানা উচতি, তনিি হচ্ছনে আল্লাহ্ তাআলার ‘খললি’। কউে ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছলে বলা হয় খললি।

জুনদুব (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাওয়ার পাঁচদনি পূর্বে আমি তাঁকে বলতে শুনছে, তনিি বলনে: “নশ্চিয় তোমাদরে মধ্যে আমার কোন খললি থাকা থকেে আমি আল্লাহ্র কাছে নজিরে অবমুক্ততা ঘোষণা করছ। কারণ আল্লাহ্ তাআলাই আমাকে খললি হসিবেে গ্রহণ করছেনে। যদি আমি আমার উম্মতরে মধ্যে কাউকে খললি

হসিবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম।"[সহিহ মুসলমি (৫৩২)]

দুই: আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যে মর্যাদায় ভূষতি করছেনে আমাদরেকে তাঁর সে মর্যাদা জানা এবং আরও জানা য, তনিি হচ্ছনে— শ্রষ্ঠে মানুষ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "কয়িামতরে দনি আমি হব বনী আদমরে নতো। আমার কবর প্রথম উন্মুক্ত করা হব, আমইি হব প্রথম সুপারশিকারী ব্যক্তি এবং প্রথম যার সুপারশি গৃহীত হব"[সহিহ মুসলমি (২২৭৮)]

তনি: আমাদরেকে আরও জানতে হবে য, আমাদরে কাছে দ্বীন পৌঁছানোর জন্য তনিি নানা কষ্ট-ক্লশে সহ্য করছেনে। যার ফলে দ্বীন আমাদরে কাছে পৌঁছছে। আলহামদুলিল্লাহ্। আমাদরে আরও জানা কর্তব্য য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নর্যিাততি হয়ছেনে, তাঁকে পটোনো হয়ছে, গালমন্দ করা হয়ছে, গালি দয়ো হয়ছে, কাছরে লোকজনও তাঁর থকেে দূরে সরে গছেনে, তাঁকে পাগল, মথি্যাবাদী, যাদুকর ইত্যাদি অভধিা দয়ো হয়ছে। তনিি কাফরেদরে সাথে লড়াই করছেনে; যাতে করে দ্বীন রক্ষা পায় এবং আমাদরে কাছে দ্বীন পৌঁছ। কাফররো তাঁর বরিুদ্ধে লড়াই করছে এবং তাঁকে নজি পরবিার, সম্পদ ও দশে থকেে বরে করে দয়ো হয়ছে। তাঁর বরিুদ্ধে সামরকি জোট তরৈী করা হয়ছে।

চার: তাঁকে তীব্র ভালোবাসার ক্ষত্রেে তাঁর সাহাবায়ে করোমরে অনুকরণ করা। সাহাবায়ে করোম তাঁকে নজি সম্পদ ও সন্তানরে চয়েে; বরং নজিদেরে জীবনরে চয়েওে বশেি ভালোবাসতনে। আসুন এ রকম কছিু নমুনা জানি:

আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: "একবার আমি দখেছেি নাপতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে চুল ফলেছ; আর সাহাবীরা তাঁর চারপাশে ঘুরে বড়োচ্ছ; যনে একটা চুল পড়লওে সটো কারো একজনরে হাতে পড়।"[সহিহ মুসলমি (২৩২৫)]

আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: "ওহুদ যুদ্ধরে এক পর্যায়ে সাহাবায়ে করোম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বচ্ছিন্নি হয়ে পড়ছেলিনে। তখন আবু তালহা (রাঃ) ঢাল হাতে নয়িে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্মুখে প্রাচীররে ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালনে। আবু তালহা (রাঃ) সুদক্ষ তীরন্দাজ ছলিনে। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে দুই বা তনিটি ধনুক ভঙ্গেে যায়। সে সময় তীর ভর্তি শরাধার নয়িে যে কউে তাঁর নকিট দয়িে যতেো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকইে বলতনে, তোমার তীরগুলো বরে করে আবু তালহাকে দাও। এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করে শত্রুদরে অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবু তালহা (রাঃ) বললনে, হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা-পতিা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি মাথা উঁচু করবনে না। মাথা উঁচু করলে শত্রুদরে নক্ষিপ্তি তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পার। আমার বক্ষ যনে (ঢাল স্বরূপ) আপনার বক্ষরে সামনে থাক।..."[সহিহ বুখারী (৩৬০০) ও সহিহ মুসলমি (১৮১১)]

পাঁচ: তাঁর সুন্নতরে অনুসরণ করা; সটো তাঁর কথা হোক কংিবা কাজ। রাসূলরে সুন্নত যনে হয় আপনার জীবনাদর্শ। সারা জীবন তাঁর সুন্নত অনুসারে চলবনে। তাঁর কথাকে সকল কথার উপর প্রাধান্য দবিনে, তাঁর নর্িদশেকে সকল নর্িদশেরে উপর প্রাধান্য দবিনে। এছাড়া আপনি তাঁর সাহাবায়ে করোম যে আকদিা পোষণ করত সে আকদিা পোষণ করবনে, এরপর তাবয়েগিণ যে আকদিা পোষণ করত সে আকদিা পোষণ করবনে, তাঁদরে পর আজ অবধি যারা তাঁদরেকে যথাযথভাবে অনুসরণ করছেনে তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত; তাদরে আকদিা পোষণ করবনে। বদিআতরে অনুসরণ করবনে না; বশিষেত রাফযেদিরে অনুসরণ করবনে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ব্যাপারে রাফযেরিা কঠোর হৃদয়রে অধকিারী। রাফযেরিা তাদরে ইমামগণকে তাঁর উপরে প্রাধান্য দয়ে এবং ইমামদরেকে তাঁর চয়েে বশেি ভালোবাসে।

আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যনে আমাদরেকে তাঁর রাসূলরে ভালোবাসা দান করনে, আমাদরে কাছে তাঁকে সন্তানসন্ততি, পতিামাতা, পরবিার-পরজিন ও নজিদেরে জানরে চয়েে বশেি প্রয়ি করে দনে।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।